সর্ব্বাভির্ধীবৃত্তিভির্জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈরনুভূতং সর্ব্বং বিরাড্‌গতং যেন তথাভূতোঽপি সন্ তং সত্যমানন্দনিধিং বিরাডন্তর্য্যামিণং শ্রীনারায়ণমেব ভজেত, অন্যত্র বিরাড্‌গতে কুত্রাপি ন সজ্জেত যতঃ সজ্জনাদাত্মপাতঃ সংসার এব স্যাৎ। তস্য সর্ব্বানুভূতৌ দৃষ্টান্তঃ,—আত্মা স্বপ্নদ্রষ্টা জীবো যথা স্বপ্নগতানাং সর্ব্বেষাং জনানাং তদুপলক্ষিতানাং বস্তুনাঞ্চ য এক এব ঈক্ষিতা ভবতীতি তদ্বৎ। অত্র তমিত্যনেন স ঐক্ষতেতি স্বাভাবিকী জ্ঞানবলয়ক্রিয়া চেতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধপরানপেক্ষজ্ঞানাদিসিদ্ধেস্তথা সাঙ্খ্যে সৃষ্টিরাহ হি মায়ামাত্রং তু কাৎস্নেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাদিতিন্যায়প্রাপ্তেন স্বপ্নস্যাপি কর্ত্তৃত্বেন জাগ্রদাদিময়জগৎকর্ত্তৃত্বস্য পূর্ণত্বপ্রাপ্তের্বৈলক্ষণ্যং দর্শিতম্। সত্যাদিদ্বয়েন পরমপুরুষার্থত্বঞ্চেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২ ॥ ১ শ্রীশুকঃ ॥ ২৪-২৬ ॥

এতদনন্তরাধ্যায়েঽপি তস্যৈবাহ—

যাবন্ন জায়েত পরাবরেঽস্মিন্
বিশ্বেশ্বরে দ্রষ্টরি ভক্তি-যোগঃ।
তাবৎ স্থবীরঃ পুরুষস্যরূপং
ক্রিয়াবসানে প্রযতঃ স্মরেত ॥ ২৭ ॥

শ্রীস্বামীপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যা—

সকলের, বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা যিনি সকলের সকল অনুভব করেন, একই সর্ব্বান্তরাত্মা অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্য্যামী সেই সত্য শ্রীভগবান্‌কে ভজন করিবে; অন্যত্র উপাধিতে আসক্তি করিবে না, যেহেতু আত্মভিন্ন জড়ীয় কোনও বস্তুতে আসক্তি করিলেই আত্মার অধঃপাত অর্থাৎ সংসারদশা ঘটিয়া থাকে। একই পরমাত্মা কেমন করিয়া সেই সেই সকলের জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা সকলের সর্ব্ববিষয় অনুভব করেন—এই বিষয়ের একটী দৃষ্টান্ত দিতেছেন। জীব যেমন স্বপ্নেও বহু দেহ কল্পনা করিয়া সেই সেই দেহের ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা সকল দেখিয়া থাকে। তেমনই ঈশ্বরও সকলের বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা সকল দেখিয়া থাকেন। তাহাতেও একটা আশঙ্কা উপস্থিত হয় যে, স্বপ্নদ্রষ্টা জীব যেমন মায়াবদ্ধ, তেমনি ঈশ্বরেরও কি মায়াতে বদ্ধ হওয়া উচিত? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—জীবের জ্ঞান অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানে আবৃত বলিয়া তাহার বন্ধন, আর ঈশ্বরের জ্ঞান বিদ্যাময় বলিয়া তিনি মুক্ত। এইটী কেবলাদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্তের অবতারণা। পশ্চিমদেশে বহুল অদ্বৈতবাদীগণকে নিজের ভক্তিবাদে আনিবার জন্য "বরিশামিষ" ন্যায়ে মাঝে মাঝে তাহাদের লোভনীয় অদ্বৈতবাদের অবতারণা করিয়া থাকেন। জীবের জ্ঞান যে অজ্ঞানে আবৃত এবং সেইজন্যেই যে তাহার সংসার, তাহা শ্রীগীতাও বলেন—"অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ"।